



ডিজিটাল ক্লাসরুমে সবাইকে

স্বাগত



এস আলম স্যার

সিনিয়র শিক্ষক

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বিদ্যাবাড়ি

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রস্তুতি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য



লেকচার – ১২

আলোচনার
বিষয়



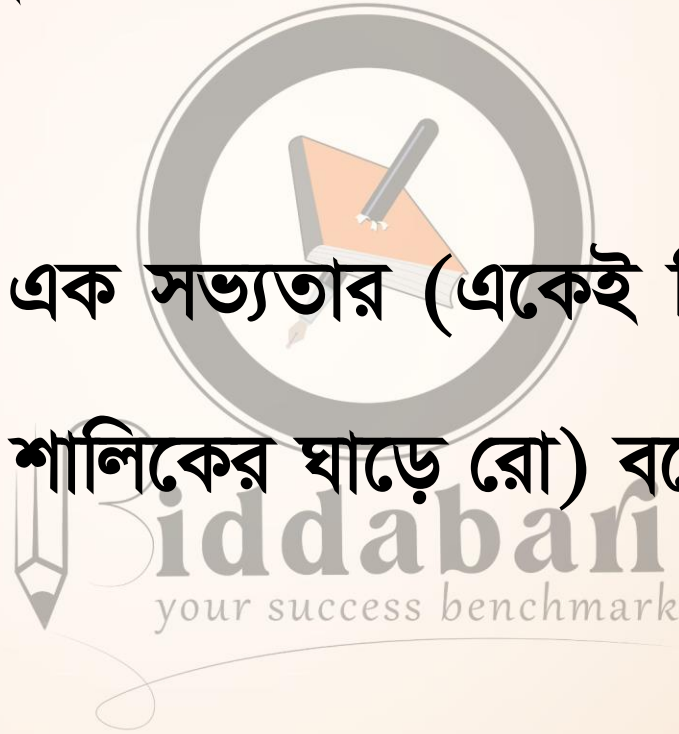
☑ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ (মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জসিম উদ্দীন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শওকত ওসমান, শামসুর রাহমান, জহির রায়হান)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)

কাব্যগ্রন্থ: বীর (বীরাঙ্গনা) বন্দী মহিলা (Captive ladie) ব্রজাঙ্গনা
ও তিলোত্তমার (তিলোত্তমা সম্ভব) নিকট চতুর্দশপদী কবিতাবলী লিখে
পাঠালেন।

নাটক: কৃশরি গুপমা (কৃষ্ণকুমারী, শর্মিষ্ঠা, রিজিয়া, শুভদ্রা, পদ্মবতী ও
মায়াকানন) ।

প্রহসন-মহাকাব্য-গদ্য: এক সভ্যতার (একেই কি বলে সভ্যতা) বুড়ো
শালিকের ঘাড়ে (বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো) বসে মেঘনাদ ও হেক্টরকে
বধ করল ।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)



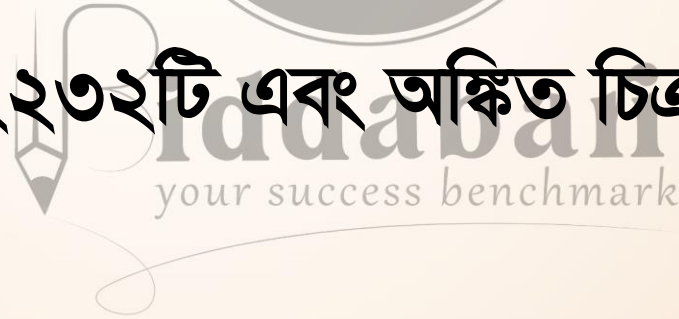
কাব্য ও প্রবন্ধ: বঙ্কিম কমলাকান্তের দপ্তরে পত্র লিখে জীবান বন্দী দিয়ে সাম্য মানস সরোবরে লতায় (লতিতা) বসে বঙ্গদেশে (বঙ্গদেশের কৃষক) ধর্মতত্ত্বের (ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন) বিবিধ (বিবিধ প্রবন্ধ, বিবিধ সমালোচনা) রহস্য (লোক রহস্য, বিজ্ঞান রহস্য) উদঘাটন করলেন।

উপন্যাস: রাজমোহনের স্ত্রী (Rajmohan's wife) যুগল (যুগলাঙ্গুরীয়)
দেবী চৌধুরাণী ও দুর্গেশনন্দিনীর নিকট আনন্দের (আনন্দ মঠ) সাথে গান
ধরলেন, কৃষ্ণ আইল (কৃষ্ণ কান্তের উইল) রাধার (রাধারাণী) কুণ্ডে
(কপালকুণ্ডলা) মৃণাল (মৃণালিনী) রাজা (রাজসিংহ) ইন্দিরা, সীতার
(সীতারাম) বিষেতে (বিষবৃক্ষ) শেখর (চন্দ্রশেখর) রাজনীকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)



তথ্য: উপন্যাস ১২টি, ছোটগল্প ১১৯টি, কাব্যগ্রন্থ ৫৬টি, নাটক ২৯টি, কাব্যনাট্য ১৯টি, গীতিপুস্তক ৪টি, ভ্রমণ কাহিনী ২৯টি, চিঠিপত্রের বই ১৩টি, গানের সংখ্যা ২২৩২টি এবং অঙ্কিত চিত্রবালী প্রায় দু'হাজার।



উপন্যাস: করুনা ও মালঞ্চ নৌকাডুবি বইয়ের চার অধ্যায়ের শেষের কবিতার গোরা থেকে ঘরে বাইরে পর্যন্ত পড়ে শেষ করলো। এদিকে রাজর্ষি ও চতুরঙ্গ দুইবোন বৌঠাকুরাণীর হাতে যোগাযোগ ও চোখের বালি সিনেমা দেখলো।

ছোটগল্প- ০১: পোস্টমাস্টার কাবুলিওয়ালা দেনা পাওনার কর্মফলে
হৈমন্তীর পণরক্ষা করতে না পারায় সমাপ্তি ঘটল ছোটগল্পের। এভাবেই
জীবন ও মৃত ক্ষুধিত পাষণ কঙ্কাল মণিহারাকে নিশীথে গুপ্তধন ও সম্পত্তি
সমর্পণ করলো।

ছোটগল্প- ০২: নষ্টনীড়ের অধ্যাপক খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের কথা শুনে রবিবারে অফিস থেকে ছুটি নিলেন। মেঘ ও রৌদ্র আর আপদ মাথায় নিয়ে দিদি ও এক অপরিচিতাকে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এসব দেখে বোষ্টমী এক অতিথিকে সঙ্গে করে পয়লা নম্বরের ল্যাবরেটরীর দিকে ছুটলেন। কিন্তু খোকাবাবু আর এল না। কারণ হালদার গোষ্ঠী শান্তিস্বরূপ তাকে না মঞ্জুর করেছিল।

কাব্যগ্রন্থ: মানসী প্রভাত সঙ্গীতের চেয়ে সন্ধ্যা সঙ্গীতকে প্রাধান্য দিয়ে
সঞ্চয়িতা ও চিত্রাকে কড়ি ও কোমল উপহার দিল।
কল্পনা ক্ষণিকের জন্যও রোগশয্যা থেকে আরোগ্য লাভ না করায় সৈঁজুতি
জন্মদিনের প্রান্তিকে এসে নবজাতককে নিয়ে শেষলেখা লেখেন।

বিচিত্রা নয় চৈতালী ও বলাকা সোনার তরীতে এসে সানাই বাজিয়ে পূরবী
ও মল্লয়াকে পরিশেষে পত্রপুট দিলেন।

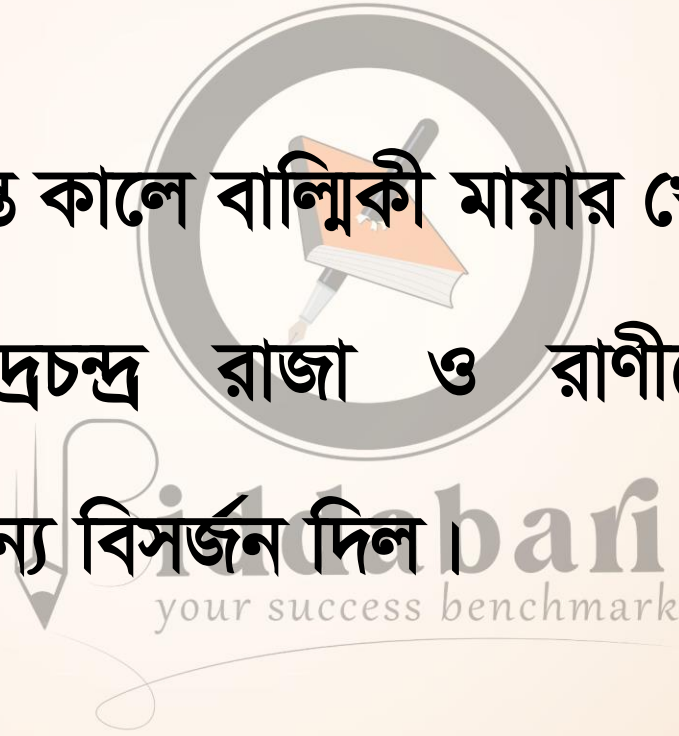
তীর্থযাত্রী শ্যামলী সন্ধ্যা ও প্রভাতে আকাশে প্রদীপ জ্বলে পলাতকা
ভানুসিংহকে খেয়াতে পুনশ্চ গীতাঞ্জলি গীতালি গীতিমাল্য আর ছড়ার ছবি
ছবি ও গান বনফুল উৎসর্গ করতে শেষ সপ্তকে নৈবেদ্য লেখা শেষ
করলো।

নাটক

গীতিনাট্য: বসন্ত কালে বাল্মিকী মায়ার খেলা দেখাতেন।

কাব্যনাট্য: রুদ্রচন্দ্র রাজা ও রাণীকে মালিনী প্রকৃতির

প্রতিশোধের জন্য বিসর্জন দিল।



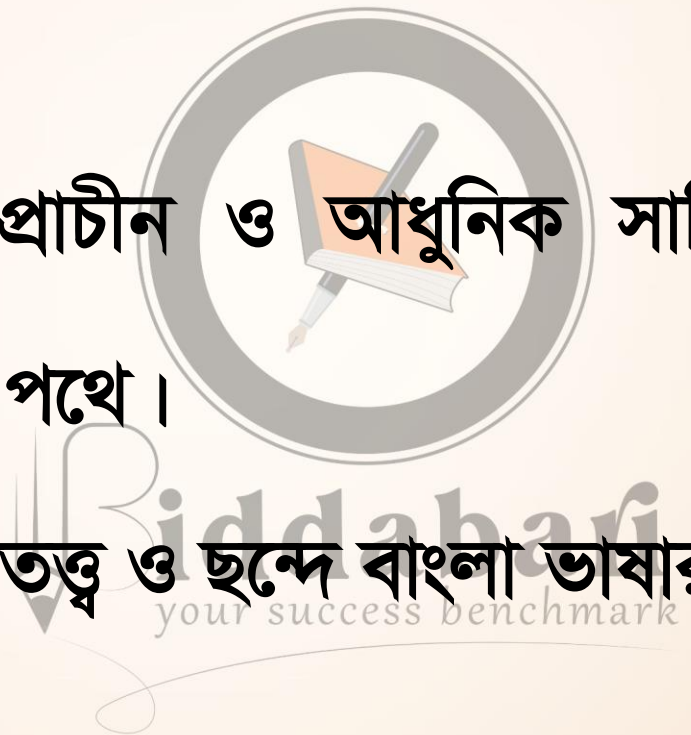
সাংকেতিক নাটক: তাসের দেশের রাজা অচলায়তন কালের যাত্রায়
শারোদোৎসবে মুক্তধারার ডাকঘরে রক্তকরবী নাটক দেখতে গেলে
গোড়ায় গলদ হত বলে তা থেকে পরিত্রাণ চাইলো।

নৃত্যনাটক: শ্যামা চণ্ডালিকা চিত্রাঙ্গদাকে নটির পূজা দিত।

প্রবন্ধ

সাহিত্য বিষয়ক: প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, লোক সাহিত্য,
সাহিত্যের স্বরূপের পথে।

ভাষাতত্ত্বমূলক: শব্দতত্ত্ব ও ছন্দে বাংলা ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়।



রাজনীতি বিষয়ক: কালান্তরে সভ্যতার সংকট দেখা দিলে স্বদেশের পরিচয় পেতে ভারতবর্ষের রাজাপ্রজা সবাই আত্মশক্তি নিয়োগ করে।

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক: ধর্ম, মানুষের ধর্ম, শান্তি নিকেতন।

জীবনীগ্রন্থ: চরিত্র পূজা।

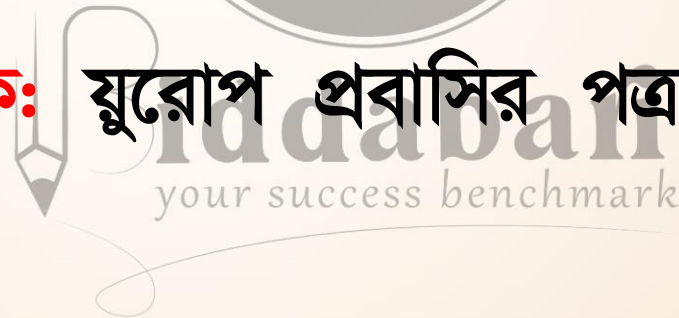
আত্মজীবনী: জীবনস্মৃতি।

বিচিত্র ব্যক্তি মানস: চরিত্রপূজা, পঞ্চভূত, লিপিকা ।

শিক্ষাবিষয়ক: শিক্ষা ।

পত্র সাহিত্য বিষয়ক: ছিন্নপত্র, চিঠিপত্র, সঞ্চয় ।

ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক: যুরোপ প্রবাসির পত্র, রাশিয়ার চিঠি, পারস্যে,
জাপান-যাত্রী ।



চরিত্র:

চোখের বালি: মহেন্দ্র এখন আশালতা, বিহারী ও বিনোদিনীর চোখের বালি।

গোরা: গোরা সূচরিতা ও ললিতাকে নিয়ে গেল।

যোগাযোগ: মধুসূধন যোগাযোগ করে কুমুদিনীকে এনেছে।

ঘরে বাইরে: নিখিলেশের মেজরানী বিমলা ঘরে নয় বাইরে ।

শেষের কবিতা: শেষের কবিতার অমিত রায় লাভণ্যের জন্য কতকি
(কেতকি) লাল (শোভনলাল) ফুল এনেছে ।

দুইবোন: উর্মিলা শর্মিরা দুই বোন ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

ছোটগল্প: অভাগীর স্বর্গ হবে ভেবে সতী বিলাসী একাদশী বৈরাগী সেজে
হরিলক্ষ্মীকে নিয়ে মন্দিরে বসে মহেশ ও পরেশকে মামলার ফল বোঝালো।

বড়গল্প: মেজদিদির ছবি দেখে বিন্দুর ছেলে রামের সুমতি হলো।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

কাব্য: সন্ধ্যায় সিন্ধু নদীর তীরে পূবের হাওয়ায় প্রলয় শিখা নিভে যাওয়ায়
অগ্নিবীণা ও বিষের বাঁশি বাজিয়ে সাম্যবাদী সর্বহারা চক্রবাক জিজ্ঞির ভেঙ্গে
ভাঙ্গার গান গেয়ে দোলনচাঁপার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। পথে ফনিমনসা
ফনা তুলে নতুন চাঁদের মতো চন্দ্রবিন্দু আঁকছে।

গল্প: শিউলিমালা পদ্ম গোখরোর কামড়ে রক্তের বেদনায় ব্যথারদান হতে
জিনের বাদশার কাছে গেলো।

উপন্যাস: বাঁধনহারা ছেলেটি কুহেলিকার রান্না খেয়ে মৃত্যুমুখায় সটফট
করছে।

প্রবন্ধ: দুর্দিনের যাত্রীরা রুদ্রমঙ্গল বারে যুগবাণী পত্রিকায় রাজবন্দীর
জবানবন্দী প্রকাশ করল।

নাটক: আলেয়া আর ঝিলিমিলি মধুমালাকে নিয়ে পতুলের বিয়ে দিচ্ছে।

নিষেধের তালিকায়: বিষের বাঁশি, ভাস্কর গান, প্রলয় শিখা (কাব্য),

চন্দ্রবিন্দু (গান), যুগবাণী (প্রবন্ধ)।

উপন্যাস: বড়দিদি বিরাজবৌ ও পরিণীতি বৈকুণ্ঠের উইল করে শ্রীকান্ত ও চরিত্রহীন দেবদাসকে পথের দাবী থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ায় গৃহদাহ শুরু হল। এদিকে পণ্ডিতমশাই চন্দ্রনাথের অরক্ষণীয় বামুনের মেয়ের নববিধানে পল্লীসমাজকে শেষ প্রশ্ন করে বিপ্রদাসের দেনাপাওনা মিটিয়ে চলে গেল। তাতে দত্তা ও শুভদার শেষের পরিচয় পাওয়া গেল না।

জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬)

কাব্যগ্রন্থ: ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে রঙিলা নায়ের মাঝি রাখালী সূচয়িনীকে কাফনের মিছিলে মাটিতে (মাটির কান্না) শোয়ালো। অন্যদিকে হলুদ বরণী বালুচরের ধানক্ষেত পেরিয়ে ডালিম কুমার হাসু এক পয়সার বাঁশি নিয়ে রূপবতী সখিনার জন্য দাঁড়িয়ে রইলো।

কাহিনি কাব্য: নকশি কাঁথা গায়ে দিয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে বসে মা (যে)
জননী কান্দে ।

ভ্রমণকাহিনি: চলে মুসাফির হলদে পরীর দেশে যে দেশে মানুষ বড় ।

নাটক: এক গ্রামের মায়া পল্লীবধু মধুমাল্য পুষ্পধেনু নিয়ে পদ্মপাড়ের বেদের
মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছে ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

গল্প: আজ কাল ও পরশুর মধ্যে আতসীমামী মিহি ও মোটা কাহিনি
অবলম্বনে প্রাগৈতিহাসিক গল্প লিখলেন।

উপন্যাস: জননী পদ্মা নদীর মাঝিকে হলুদ নদী সবুজ বনের আরোগ্য
স্বাধীনতার স্বাদ জীযন্ত চতুষ্কোণের অহিংসার সোনার চেয়ে দামী হরফ
চিহ্নে লেখা দিবারাত্রির কাব্য এবং শহরতলীর পুতুল নাচের ইতিকথা,
ইতিকথার পরের কথা ও শহরবাসের ইতিকথা শোনালেন।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

উপন্যাস: বনি আদম জননীকে ক্রীতদাসের হাসি চৌরসন্ধি সমাগমকে জাহান্নাম হতে বিদায় জানাতে বললেন। কারণ দুই সৈনিক নেকড়ে অরণ্য পতঙ্গ পিঞ্জর রাজসাম্রাজ্য জলাংগী হলো।

গল্প: পিজরাপোল প্রস্তর ফলক উপলক্ষ করে জন্ম যদি তব বঙ্গে নেত্রপথ ও
উভশৃঙ্গ রচনা করলো।

নাটক: আমলার মামলায় তঙ্কর ও লঙ্কর কাঁকর মনি বাগদাদের কবি পূর্ণ
স্বাধীনতা চূর্ণ (স্বাধীনতা) করলো।

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

উপন্যাস: অদ্ভুত আধারে এক অক্টোপাস এলো সে অবেলায় নিয়ত মস্তাজের কাছে।

কাব্যগ্রন্থ: প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে রৌদ্র করোটিতে বিধ্বস্ত নীলিমায় বন্দী শিবির থেকে ঘাতক কাঁটা ফিরিয়ে নিল (ফিরিয়ে নেও ঘাতক কাঁটা), উদ্ভট উটের পিটে চলছে স্বদেশ।

জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)

ওগো শেষ বিকেলের মেয়ে তোমার জন্য আর কত হাজার বছর ধরে
বরফ গলা নদীর ধারে আরেক ফাল্গুনের তৃষ্ণা নিয়ে সূর্যগ্রহণের
অপেক্ষায় থাকতে হবে।



বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন



www.biddabari.com

সকল আপডেট সবার আগে পেতে লাইক দিয়ে রাখুন



fb.com/biddabari

সকল আপডেট সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইব করুন



youtube.com/biddabari

